ইউনিট - ১৩

উপাখ্যান - ৩

ভূমিকা

ইউনিট-১৩-তেও ধর্মগ্রন্থ থেকে পৌরাণিক উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটি উপাখ্যানকে দুটি করে পাঠে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতি দুটি পাঠে একটি সমগ্র উপাখ্যান বর্ণনা করা হয়েছে।

পাঠ-১ ও পাঠ-২-এ বর্ণিত হয়েছে 'মহিষাসুর বধ'। মার্কণ্ডেয় পুরাণের কয়েকটি অধ্যায়কে বলা হয় শ্রীশ্রী চণ্ডী। শ্রীশ্রী চণ্ডীতে দেবী মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। 'মহিষাসুর বধ' শ্রীশ্রী চণ্ডীর অন্তর্গত একটি উপাখ্যান। দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে কিভাবে বধ করেছিলেন সেই কাহিনী 'মহিষাসুর বধ'-এ বর্ণনা করা হয়েছে।

পাঠ-৩ ও পাঠ-৪-এ রয়েছে ভক্ত প্রহলাদের উপাখ্যান। প্রহলাদ দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করেও বিষ্ণুভক্ত হয়েছিলেন। পিতার শত অত্যাচারেও তিনি তাঁর বিষ্ণু ভক্তি অটুট রেখেছিলেন। 'ভক্ত প্রহলাদ' উপাখ্যান- এ সেই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

পাঠ-৫-ও পাঠ-৬-এ-র বিষয়বস্তু হচ্ছে সত্যভামার তুলাব্রতের আকষর্ণীয় উপাখ্যান।

পাঠ-১ মহিষাসুর বধ-১

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মহিষাসুর বধ-এর পাঠ-১ এ বর্ণিত অংশটুকু বলতে পারবেন।
- দেবী দুর্গার বর্ণনা দিতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

অনেক অনেক কাল আগের কথা।

একবার দেবরাজ ইন্দ্র আর অসুরা-রাজ মহিষাসুরের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল। উভয়পক্ষে প্রচুর সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্র। দীর্ঘদিন যুদ্ধ চলল। অবশেষে দেবতারা পরাজিত হলেন। অসুরেরা স্বর্গরাজ্য অধিকার করে নিল। অসুর-রাজ মহিষাসুর স্বর্গের রাজা হয়ে বসল। দেবতাদের তাড়িয়ে দিল স্বর্গ থেকে।

দেবতারা রাজ্যহারা হয়ে মর্ত্যের পার্বত্য এলাকায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু এভাবে তো চলে না। স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করতে হবে। দেবগণ একত্র হয়ে ব্রহ্মার নেতৃত্বে গেলেন মহাদেব ও বিষ্ণুর কাছে। অসুরদের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করা হল। সে ভয়ঙ্কর কাহিনী শুনে মহাদেব ও বিষ্ণু ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। তাদের শরীর থেকে তেজ বের হতে লাগল। ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতাদের শরীর থেকেও আগুনের মত তেজ নির্গত হল। সেই তেজোরাশি একটি বিশাল তোজোদীপ্ত আলোর পুঞ্জে পরিণত হল। মনে হল যেন জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি সেই আলোকপুঞ্জ থেকে আবির্ভূত হলেন এক মহাশক্তিময়ী দেবী মূর্তি।

দেবতারা নিজ নিজ অস্ত্র থেকে একটি করে অস্ত্র সৃষ্টি করে দেবীর হাতে দিলেন। দেবতাদের অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে দেবী দুর্গা যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত হলেন। হিমালয় দেবীর বাহনের জন্য একটি সিংহ দিলেন। দিলেন অনেক মূল্যবান রত্ন। দীপ্ত অলংকার। এই দেবীই হলেন দুর্গা।

দিব্য অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দেবী দুর্গার মুহুর্মুহু অট্টহাস্য করলেন। তাঁর অট্টহাস্যে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল প্রকম্পিত হল। দেবতারা দেবী দুর্গার জয়ধ্বনি করতে লাগলেন। মুনিগণ দেবীর স্তব করতে লাগলেন।

দেবী দুর্গার অট্টহাস্যের ধ্বনি আর দেবতাদের জয়ধ্বনি মিলে যে প্রচণ্ড শব্দের সৃষ্টি হল, তা শুনে অসুরেরা ক্ষিপ্ত হল। মহিষাসুর বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে ছুটে গেল সেই শব্দের দিকে। দূর থেকেই দেখা গেল, এক অপূর্ব নারীমূর্তি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অট্টহাস্য করছেন।

মহিষাসুরের আদেশে অসুরেরা দেবী দুর্গাকে সম্মিলিতভাবে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করল। দেবী তখন বাণ নিক্ষেপ করে অসুরদের অস্ত্রগুলো কেটে ফেললেন। তাঁর দিব্যাস্ত্র অসুরদের ওপর পড়তে লাগল অবিরল জলধারার মত।

সারাংশ

পুরাকালে দেবরাজ ইন্দ্র ও মহিষাসুরের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্র পরাজিত হন এবং অসুরেরা স্বর্গরাজ্য অধিকার করে নেয়। দেবতারা ব্রহ্মার নেতৃত্বে শিব ও বিষ্ণুর কাছে যান। শিব ও বিষ্ণু অসুরদের অত্যাচারের কথা শুনে ক্রুদ্ধ হন। দেবতারাও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তাঁদের সম্মিলিত তেজ থেকে সৃষ্ট হন দেবী দুর্গা। দেবতারা তাঁদের অস্ত্র থেকে এক-একটা অস্ত্র নির্মাণ করে দেবী দুর্গাকে দেন। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত দুর্গার সঙ্গে মহিষাসুরের ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. অনেককাল আগে কার-কার মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল?
   ক. দেবরাজ ইন্দ্র ও মহিষাসুরের মধ্যে খ. চন্দ্র ও বরুণের মধ্যে
   গ. পরশুরাম ও কার্তবীর্যের মধ্যে ঘ. বিষ্ণু ও রাবণের মধ্যে

২. কে স্বর্গরাজ্য অধিকার করে নিয়েছিল?
   ক. মেঘনাদ খ. পুরূরবা
   গ. মহিষাসুর ঘ. বিচিত্রবীর্য

৩. দেবতারা কার নেতৃত্বে বিষ্ণুর কাছে গেলেন?
   ক. শিবের খ. ব্রহ্মার
   গ. কার্ত্তিকের ঘ. ইন্দ্রের

৪. দেবতাদের সম্মিলিত তেজ থেকে কার আবির্ভাব হল?
   ক. লক্ষ্মীর খ. উর্বশীর
   গ. কালীর ঘ. দুর্গার

৫. কিসের শব্দে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কেঁপে উঠল?
   ক. দেবীর অট্টহাস্যের খ. সৈন্যদের কোলাহলের
   গ. অস্ত্রের ঝঙ্কারের ঘ. সমুদ্রের কল্লোলের

৬. দেবী দুর্গা কিভাবে অসুরদের অস্ত্রগুলো কেটে ফেললেন?
   ক. করাত দিয়ে খ. খড়্গ দিয়ে
   গ. বাণ নিক্ষেপ করে ঘ. তরবারি দিয়ে

পাঠ-২ মহিষাসুর বধ-২

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- 'মহিষাসুর বধ' উপাখ্যানের পাঠ-২-এ বর্ণিত অংশটুকু নিজের ভাষায় বলতে পারবেন।
- দেবী দুর্গার মহিষাসুরসহ অন্যান্য অসুরদের যুদ্ধের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- দেবী দুর্গার স্তোত্রমূলক শ্লোক আবৃত্তি করতে পারবেন এবং তার সরলার্থ বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

অসুরদের সঙ্গে দেবী দুর্গার ভীষণ যুদ্ধ চলছে। এই সময়ে তাঁর নিঃশ্বাস থেকে গণদেবতা নামে এক প্রকার দেবতার সৃষ্টি হল। এই গণদেবতারাও অসুরদের হত্যা করতে লাগলেন। সেকালে যুদ্ধের সময় নানা রকম বাদ্যযন্ত্র বাজানো হত। এতে সৈন্যরা উৎসাহ পেত। গণদেবতাদের কেউ কেউ স্বপক্ষের যোদ্ধাদের উৎসাহিত করার জন্য যুদ্ধের বাজনা বাজাতে লাগলেন। কেউ বাজালেন শঙ্খ, কেউ ঢাক, কেউ বাজালেন মৃদঙ্গ, কেউ রণশিঙ্গা। দেবীর বাহন সিংহও উত্তেজিত হল। সে অসুরদের ওপর লাফিয়ে পড়ল। দেবী দুর্গা, গণদেবতা ও সিংহের আক্রমণে অসুর সৈন্যদের প্রায় সবাই নিহত হল। দেবগণ আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন।

অসুর সৈন্যদের নিহত হতে দেখে এগিয়ে এলেন মহিষাসুরের এক সেনাপতি। নাম তার চিক্ষু।

চিক্ষুর সাথেও দেবী দুর্গার ভীষণ যুদ্ধ হল। চিক্ষু বাণ নিক্ষেপ করেন, আর নিমিষের মধ্যে দেবী চিক্ষুর বাণ কেটে দেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে দেবী চিক্ষুর ধনুকের ছিলা বাণ দিয়ে কেটে ফেললেন। চিক্ষু তখন ঢাল-তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু দেবী দুর্গার প্রচণ্ড আক্রমণের কাছে ব্যর্থ হল তার সকল প্রচেষ্টা। দেবী দুর্গা শূলের আঘাতে চিক্ষুকে বধ করলেন। এমনিভাবে অসুরদের আরও অনেক বড় বড় বীর দেবী দুর্গার হাতে নিহত হল।

অবশেষে যুদ্ধে এল মহিষাসুর নিজেই। ক্রোধে ক্ষোভে জ্বলে উঠল সে। মহিষের রূপ ধরে সে যুদ্ধ করতে লাগল। দেবী প্রচণ্ড অট্টহাস্য করে আক্রমণ করলেন মহিষাসুরকে। কিন্তু মহিষাসুর অসাধারণ বিক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। দেবী মহিষাসুর পাশে আবদ্ধ করলেন। অসুরেরা নানা রকম মায়া ও জাদুবিদ্যা জানত। নানা প্রকার রূপও ধারণ করতে পারত। মহিষাসুরও জানত নানা প্রকার মায়া। দেবী পাশে আবদ্ধ করার সাথে সাথে সে ধরল এক সিংহের রূপ। দেবী সিংহটিকে কেটে ফেললেন। তখন মহিষাসুর মানুষের রূপ ধারণ করল। মানুষটির প্রতি বাণ নিক্ষেপ করলেন দেবী নিহত হল সে। মহিষাসুর তখন এল হাতির রূপ ধরে। দেবী দুর্গা তলোয়ার দিয়ে হাতির শুঁড়টা দ্বিখণ্ডিত করলেন। সাথে সাথেই মহিষাসুর আবার ধরল মহিষের রূপ। দেবী দুর্গা তখন খড়্গ নিয়ে প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে গেলেন। সেই খড়্গের আঘাতে মহিষাসুরকে দ্বিখণ্ডিত করলেন। তার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। নিহত হল মহিষাসুর। অবশিষ্ট অসুরেরা এই ভীষণ দৃশ্য দেখে ভয়ে পালিয়ে গেল।

যুদ্ধে দেবতাদের জয় হল। দেবতারা ফিরে পেলেন তাঁদের স্বর্গরাজ্য। আর এর প্রধান কৃতিত্ব দেবী দুর্গার। কৃতজ্ঞচিত্তে দেবতারা দেবী দুর্গার স্তব করতে লাগলেন। তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হল :

'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে॥'

(-শ্রীশ্রীচণ্ডী)

– হে নারায়ণী, তুমি সর্বপ্রকার মঙ্গলকারিণী, তুমি মঙ্গলময়ী, তুমি সকল প্রকার অভীষ্টপূরণকারিণী, তুমি আশ্রয়স্বরূপা, তুমি ত্রিনয়না, তুমি গৌরী, তোমাকে প্রণাম করি।

সারাংশ

অসুরদের সঙ্গে দেবীর যুদ্ধের এক পর্যায়ে দেবীর নিঃশ্বাস থেকে গণদেবতা নামে এক প্রকার দেবতার সৃষ্টি হল। তাঁরাও প্রচণ্ড যুদ্ধে অসুরদের নিধন করতে লাগলেন। অসুরদের নিহত হতে দেখে এগিয়ে এলেন মহিষাসুরের সেনাপতি চিক্ষু। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর দেবী দুর্গার শূলাঘাতে নিহত হল চিক্ষু। তখন স্বয়ং মহিষাসুর যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর দেবীর খড়্গ ঘাতে নিহত হল মহিষাসুর। এভাবে দেবী দুর্গার সহায়তায় দেবতারা জয়লাভ করলেন এবং স্বর্গরাজ্য ফিরে পেলেন। কৃতজ্ঞচিত্তে দেবতারা দেবী দুর্গার স্তব করলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (ö) চিহ্ন দিন।

১. দেবী দুর্গার নিঃশ্বাস থেকে কারা উৎপন্ন হল?
   ক. দানবেরা খ. মানুষেরা
   গ. গণদেবতারা ঘ. প্রমথেরা

২. অসুরসৈন্যদের নিহত হতে দেখে কে এগিয়ে এলেন?
   ক. সেনাপতি চিক্ষু খ. মহিষাসুর নিজে
   গ. শুম্ভাসুর ঘ. জটাসুর

৩. কিসের আঘাতে দেবী দুর্গা চিক্ষুকে বধ করলেন?
   ক. খড়্গের আঘাতে খ. শূলের আঘাতে
   গ. বজ্রের আঘাতে ঘ. তরবারির আঘাতে

৪. মহিষাসুরকে দেবী দুর্গা কি দিয়ে হত্যা করলেন?
   ক. খড়্গ দিয়ে খ. বর্শা দিয়ে
   গ. নাগপাশ দিয়ে ঘ. শূল দিয়ে

৫. কৃতজ্ঞচিত্তে দেবতারা কি করলেন?
   ক. দেবীর চারদিকে নৃত্য করলেন খ. পুষ্পবৃষ্টি করলেন
   গ. বিশাল ভোজ দিলেন ঘ. দেবী দুর্গার স্তব করলেন

৬. কাকে 'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে' বলে সম্বোধন করা হয়েছে?
   ক. লক্ষ্মীকে খ. কালীকে
   গ. দুর্গাকে ঘ. সরস্বতীকে

পাঠ-৩ ভক্ত প্রহলাদ-১

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ‘ভক্ত প্রহলাদ’ উপাখ্যানটির পাঠ-৩-এ প্রদত্ত অংশটুকু বলতে পারবেন।
- ভক্ত প্রহলাদের পরিচয় দিতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

শ্রীমদ্‌ভাগবত থেকে সত্যযুগের একটি উপাখ্যান বলছি।

তখন দৈত্যদের রাজা ছিলেন হিরণ্যকশিপু। দেবতা আর দৈত্যদের মধ্যে কখনও সম্প্রীতি ছিল না। তিনিও হরি বিদ্বেষী ছিলেন।

তাঁর রাজ্যে কেউ হরিনাম করতে পারত না। শ্রী বিষ্ণুর পূজা করতে পারত না। কেউ হরিনাম করলে তিনি সেই হরিভক্তকে কষ্ট দিতেন। অনেক সময় হত্যা করতেও দ্বিধা করতেন না।

কিন্তু দৈত্যকুলে জন্ম হয়েছিল এক হরিভক্তের। নাম তার প্রহলাদ। আর আশ্চর্যের বিষয়, এই প্রহলাদ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র।

প্রহলাদ তখন বালক। অন্যান্য বালকদের সাথে তাকে গুরুর কাছে বিদ্যাশিক্ষার জন্য পাঠান হল। কিন্তু পাঠে প্রহলাদের মন বসে না। প্রহলাদ হরিভক্ত। পাঠশালায় তার হরিভক্ত হৃদয় তৃপ্তি খুঁজে পায় না।

রাজা হিরণ্যকশিপু পুত্রের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। একদিন তিনি প্রহলাদকে কোলে বসিয়ে আদর করে তাকে বললেন

– বাবা প্রহলাদ, তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় কি বল তো?

প্রহলাদ উত্তর দিলেন,

– পৃথিবীর কোন জিনিসই আমার প্রিয় নয়, বাবা। আমার সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে হরিভক্তি।

যদি নির্জন বনে গিয়ে শান্ত মনে একাগ্র হয়ে শ্রীহরির আশ্রয় নিতে পারতাম, যদি শ্রীহরির শ্রীচরণ ধ্যান করতে পারতাম–

– থাম্, ওরে থাম।

উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু। দৈত্যকুলের চিরশত্রু হরি দৈত্যরাজ পুত্রের প্রিয়! নিশ্চয়ই কেউ তার কিশোর পুত্রের কানে এই হরিনাম দিয়েছে।

প্রহলাদকে আবার গুরুগৃহে পাঠান হল। বলে দেয়া হল, গুরুদের যেন প্রহলাদের সুশিক্ষার জন্য যত্নবান হন। গুরু প্রহলাদকে শিক্ষা দিতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করলেন না। প্রহলাদ নিজ প্রতিভা বলে পরম জ্ঞানী হলেন। কিন্তু তাঁর হরিভক্ত শুধু রয়েই গেল না, জ্ঞানের দ্বারা তা আরও শানিত হল। ব্যর্থ হল দৈত্যরাজের সকল প্রচেষ্টা।

শত চেষ্টাতেও প্রহলাদের কোন পরিবর্তনই হল না। বরং ক্রমে ক্রমে তার হরিভক্তি আর বেড়ে গেল, আরও দৃঢ় হল।

তখন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ঠিক করলেন, তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবেন। রাজার আদেশে ছুটে এল ঘাতক অসুরেরা। বিকট তাদের চেহারা। হাতে তাদের তীক্ষ্ণ শূল। বুকে বসিয়ে দিলে মৃত্যু সুনিশ্চিত।

শক্তিশালী সেই অসুরেরা প্রহলাদের বক্ষ লক্ষ করে শূল নিক্ষেপ করল। কিন্তু শূল প্রহলাদের বক্ষে বিদ্ধ হল না। কি করে হবে? হরিনামে যে তার বক্ষ পবিত্র হয়ে আছে!

শূলে কাজ হল না দেখে প্রহলাদকে দেওয়া হল বিষমিশ্রিত অন্ন। কিন্তু তা খেয়ে মরল না প্রহলাদ। তখন তাকে বিষধর সাপের কুঠুরীতে ছুঁড়ে ফেলা হল। সাপগুলো প্রথমে ফণা তুলল, তারপর ফণা

নত করে দুলতে থাকল। উঁচু পর্বতের চূড়ো থেকে তাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করা হল। নিক্ষেপ করা হল সমুদ্রে। সমুদ্র থেকে হাসতে হাসতে উপরে উঠে এল প্রহলাদ। আরও কত রকমের শাস্তি যে তাকে দেওয়া হল! না খাইয়ে রাখা, দারুণ ঠাণ্ডার মধ্যে বেঁধে রাখা, গর্তের মধ্যে ফেলে দেওয়া– এ ধরনের অনেক রকমের শাস্তি প্রহলাদকে দেওয়া হল। কিন্তু কিছুতেই ঘাতকেরা প্রহলাদকে বধ করতে পারল না। তখন তারা দৈত্যরাজকে জানাল,

– কোন উপায়েই প্রহলাদকে বধ করা যাচ্ছে না, মহারাজ।

ঘাতকদের কথা শুনে ক্রোধে জ্বলতে লাগলেন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু। তিনি নিজে প্রহলাদকে হত্যা করার জন্য ছুটে গেলেন।

সারাংশ

সত্যযুগের কথা। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহলাদ ছিল হরিভক্ত। দৈত্যকুলে হরিভক্ত। হরি যে দৈত্যদের চিরশত্রু! প্রহলাদকে সুশিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে পাঠান হল। কিন্তু তার হরিভক্তি দূর হল না। ক্রমে তা আরও দৃঢ় হল। কোনভাবেই প্রহলাদ হরিভক্তি ছাড়লনা দেখে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তাকে মেরে ফেলতে চাইলেন। কিন্তু শূলের আঘাত, বিষ মিশ্রিত অন্ন কিংবা পর্বত থেকে বা সমুদ্রে নিক্ষেপ – কোন উপায়েই হরিভক্ত প্রহলাদকে বধ করা গেল না। তখন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু নিজেই প্রহলাদকে হত্যা করার জন্য ছুটে গেলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. হিরণ্যকশিপু কে ছিলেন?
   ক. হরিভক্ত খ. দৈত্যরাজ
   গ. প্রহলাদের গুরু ঘ. হরির বন্ধু

২. প্রহলাদ কে ছিলেন?
   ক. তারকাসুরের পুত্র খ. চ্যবনমুনির পুত্র
   গ. দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র ঘ. দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র

৩. দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু প্রহলাদের ওপর ক্রুদ্ধ হলেন কেন?
   ক. লেখাপড়ায় মনোযোগী ছিল না বলে
   খ. পিতার রাজ্য কেড়ে নিতে চেয়েছিল বলে
   গ. হরিকে হত্যা করতে রাজি হয় নি বলে
   ঘ. দৈত্যদের চিরশত্রু শ্রীহরির ভক্ত হয়েছিল বলে

৪. প্রহলাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় কি ছিল?
   ক. খেলাধুলা খ. বিশাল রাজ্য
   গ. হরিভক্তি ঘ. বিশ্বজোড়া খ্যাতি

৫. ঘাতকদের কথা শুনে কে প্রহলাদকে হত্যা করার জন্য ছুটে গেলেন?
   ক. শ্রীহরি খ. হিরণ্যাক্ষ
   গ. হিরণ্ময় ঘ. হিরণ্যকশিপু

পাঠ-৪ ভক্ত প্রহলাদ - ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ‘ভক্ত প্রহলাদ’ উপাখ্যানের পাঠ - ৪ - এ বর্ণিত অংশটুকু বর্ণনা করতে পারবেন।
- নৃসিংহ অবতার সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

প্রহলাদের কাছে গিয়ে হিরণ্যকশিপু তীব্র কণ্ঠে বললেন,

– রে দুর্বিনীত, রে নির্বোধ, আমার শত্রুর ভজনা করে তুই আমার আদেশ অমান্য করছিস! আমি নিজেই তোকে হত্যা করব। আমি ক্রুদ্ধ হলে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালের অধিপতিরা, সেখানকার সর্বসাধারণ ভয়ে কম্পিত হয়। তুই কার বলে নির্ভীক হয়ে আমার বাক্য লঙ্ঘন করেছিস? কেন অমান্য করছিস আমার আদেশ? শান্তমধুর কণ্ঠে প্রহলাদ বললেন,

– শত্রু বলছ কেন, বাবা? যাকে তুমি শত্রু বলছ, তিনি কারও সাথে শত্রুতা করেন না। তিনি সকলের বন্ধু, সকলের প্রাণ, সকলের ত্রাণকর্তা প্রভু। তিনি পরমেশ্বর। তিনি ভগবান। এই ভগবানই আমার বল, বাবা। শুধু আমার একার নয়, আপনার এবং অন্যান্য সকলের বল শ্রীহরি। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা।

– প্রহলাদ! –গর্জে উঠলেন হিরণ্যকশিপু

– রাগ করছ কেন, বাবা? শ্রীহরি ত্রাণ না করলে, আমি এত বিপদ থেকে রক্ষা পেলাম কি

করে? শ্রীহরি সর্বত্র আছেন, সর্বত্র থাকেন। সর্বত্র থেকে তিনি আমাদের রক্ষা করেন, বাবা।

– সর্বত্র থাকেন? - রাগে ফুঁসে উঠলেন হিরণ্যকশিপু। –আছে? এই স্ফটিকস্তম্ভে তোর হরি আছে?

প্রহলাদ ধীর শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল,

– আছেন, বাবা।

– তাই নাকি! হিরণ্যকশিপু আসন থেকে উঠে দ্রুত বেগে ধেয়ে গেলেন স্ফটিক স্তম্ভের দিকে। স্তম্ভের ওপর মুষ্টির আঘাত করলেন তিনি।

প্রচণ্ড শব্দ হল সেই স্তম্ভের ভেতর থেকে।

সেই শব্দে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল প্রকম্পিত হল।

স্ফটিক স্তম্ভ থেকে বেরিয়ে এলেন শ্রীহরি। নৃসিংহ মূর্তিতে। অর্থাৎ তাঁর মুখটা সিংহের মত, শরীরটা মানুষের মত। হাতে বড় বড় নখ।
হিরণ্যকশিপু তাঁকে খড়্গের আঘাতে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। তখন নৃসিংহ মূর্তি হুংকার দিয়ে হিরণ্যকশিপুকে কোলের ওপর ফেলে হাতের বড় বড় নখ দিয়ে হত্যা করলেন।
এই নৃসিংহ হলেন স্বয়ং শ্রীহরি। এখানে একটা কথা বলা দরকার।

হিরণ্যকশিপু বর পেয়েছিলেন, দেব, নর, যক্ষ, রক্ষ—কেউ কোন অস্ত্র দিয়ে স্বর্গ, মর্ত্য বা পাতাল কোন স্থানে তাকে হত্যা করতে পারবে না। তাই শ্রীহরি মানুষ এবং সিংহের মিলিত রূপ ধারণ করেছিলেন। নৃসিংহ-রূপে শ্রীহরি কোন অস্ত্র ব্যবহার না করে নখ দিয়ে নিজের কোলের ওপর ফেলে হিরণ্যকশিপুকে বধ করলেন। শ্রীহরি তখন নিজরূপে প্রহলাদকে দেখা দিলেন। শ্রীহরি প্রহলাদকে বর দিতে চাইলেন।

ভক্ত প্রহলাদ করজোড়ে বলল,
– হে হরি, তোমার প্রতি যেন অটুট থাকে আমার ভক্তি। আমার আর কিছু চাই না, প্রভু!

"নৃসিংহরূপে শ্রীহরি হিরণ্যকশিপুকে বধ করলেন"

সারাংশ

প্রহলাদের কাছে গিয়ে হিরণ্যকশিপু তাঁর আদেশ অমান্য করার এবং তাঁর শত্রু হরিকে পূজা করার জন্য প্রহলাদকে বকলেন। প্রহলাদ জানালেন, শ্রীহরি কারও শত্রু নন। তিনি সকলের বন্ধু ও ত্রাণকর্তা। শ্রীহরি সর্বত্র আছেন, সর্বত্র থাকেন। তখন তাচ্ছিল্য ও উপহাস করে হিরণ্যকশিপু প্রহলাদকে জিজ্ঞেস করলেন যে নিকটস্থ স্ফটিক স্তম্ভে হরি আছে কিনা। প্রহলাদ জানাল যে শ্রীহরি স্ফটিক স্তম্ভেও আছেন। হিরণ্যকশিপু উঠে গিয়ে মুষ্টাঘাতে স্ফটিকস্তম্ভ ভেঙে ফেললেন। ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন নৃসিংহরূপী শ্রীহরি। তিনি হিরণ্যকশিপুকে বধ করলেন। শ্রীহরি নিজরূপে দেখা দিয়ে প্রহলাদকে বর দিতে চাইলেন। কিন্তু ভক্ত প্রহলাদ কোন পার্থিব সুখের জন্য কোন কিছু চাইল না। প্রহলাদ চেয়ে নিল শ্রীহরির প্রতি অটুট ভক্তি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. 'রে দুর্বিনীত, তুই কেন আমার শত্রুকে ভক্তি করিস?'– কে প্রহলাদকে এ-কথা বলেছিল?
   ক. ঘাতক খ. হিরণ্যকশিপু
   গ. হিরণ্যকশিপুর সেনাপতি ঘ. হিরণ্যাক্ষ

২. 'শ্রীহরি সর্বত্র থাকেন।' – কথাটি কে বলেছে?
   ক. প্রহলাদ খ. হিরণ্যকশিপু
   গ. প্রহলাদের গুরুদেব ঘ. নারদ

৩. শ্রীহরি কোন রূপে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছিলেন?
- ক. কূর্মরূপে
- খ. বামণরূপে
- গ. রামরূপে
- ঘ. নৃসিংহরূপে

৪. নৃসিংহরূপে শ্রীহরি কোথা থেকে এসেছিলেন?
- ক. মন্দির থেকে
- খ. স্ফটিক স্তম্ভ থেকে
- গ. নদী থেকে
- ঘ. রাজপ্রাসাদ থেকে

৫. শ্রীহরির কাছ থেকে প্রহলাদ কি বর চেয়ে নিয়েছিলেন?
- ক. বিশাল রাজ্য
- খ. মহাবীরত্ব
- গ. শ্রীহরির প্রতি অটুট ভক্তি
- ঘ. স্বর্গসুখ

পাঠ-৫ সত্যভামার তুলাব্রত - ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- তুলাব্রত কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- 'সত্যভামার তুলাব্রত' উপাখ্যানটির পাঠ -৫- এ প্রদত্ত অংশটুকু বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্বারকার রাজা।
সত্যভামা তাঁর এক স্ত্রীর নাম।
দ্বারকা পুরীর অন্তঃপুরে সত্যভামা সোনার পালঙ্কে সখীদের নিয়ে বসে আছেন। জ্যোৎস্না রাত। মন্দার পুষ্পের সৌরভ উদ্যান থেকে ভেসে আসছে। প্রসাদকক্ষের একপাশে মনিময় দীপ জ্বলছে। ছড়াচ্ছে মৃদু আলো।
এমন সময় সেখানে এলেন দেবর্ষি নারদ। দেবর্ষি নারদকে দেখে সত্যভামা তাঁকে প্রণাম করলেন। আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। মহার্ঘ আসনে বসলেন নারদ। তারপর সুমধুর কণ্ঠে সত্যভামাকে বললেন,
– সত্রাজিৎ-নন্দিনী, শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে খুব ভালবাসেন। তুমি একটি ব্রত কর, যাতে তোমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ভালবাসা আরও বৃদ্ধি পায়। নারদের এ কথায় আনন্দিত হলেন সত্যভামা। তিনি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন,
– প্রভু, কি সে ব্রত? আর কেমন করে সেই ব্রতের অনুষ্ঠান করতে হয়, তার দক্ষিণা কি দিতে হবে, সবিস্তারে বর্ণনা করুন।
নারদ বললেন,
– দেবী, সে ব্রতের নাম তুলাব্রত। তেমন কোন বড় আয়োজনের ব্রত নয়। তুলাযন্ত্র অর্থাৎ দাঁড়িপাল্লার একদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অন্যদিকের পাল্লায় তাঁর সমপরিমাণ ধনরত্ন দেবে। তারপর সেই ধনরত্ন দান করবে। প্রিয় বা আপন কাউকে তুলাযন্ত্রে বসিয়ে তার সমপরিমাণ ধনরত্ন দান করে যে ব্রত করা হয়, তাকে বলে তুলাব্রত। শিবের পত্নী গৌরী এবং ইন্দ্রের পত্নী শচীদেবী এ ব্রত করেছিলেন। আমিই তাঁদের ব্রতের পুরোহিত হয়েছিলাম।
– এতো সামান্য কথা। ধনরত্নের তো আর অভাব নেই। আমি এখনই সর্ব ব্যবস্থা করছি। এই বলে সত্যভামা তুলাযন্ত্র আনিয়ে অঙ্গনে স্থাপন করলেন। তারপর হাসতে হাসতে শ্রীকৃষ্ণকে ডেকে আনলেন এবং তুলাযন্ত্রের একদিকের পাল্লায় তাঁকে বসতে বললেন।
নারদের দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হেসে লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ তুলাযন্ত্রের এক পাল্লায় বসলেন। সত্যভামা অনুমান করে বেশ কিছু পরিমাণ ধনরত্ন তুলাযন্ত্রের অপর পাল্লায় রাখলেন।
কিন্তু তাতে হল না। সত্যভামা নিজ অঙ্গ থেকে অলংকারগুলো খুলে চাপালেন যে পাল্লায় ধনরত্ন ছিল, সেই পাল্লায়। তবুও শ্রীকৃষ্ণের সমান ওজন হল না। তখন উপস্থিত সকলের অলংকার ও ধনরত্ন দেওয়া হল। তাতেও হল না। আরও ধনরত্ন সংগ্রহ করে এনে পাল্লায় চাপান হল। তবুও শ্রীকৃষ্ণের পাল্লাই গুরুভার হয়ে রইল।
– কি হল? নারদ বললেন – কৃষ্ণের সমপরিমাণ ধনরত্ন তো দিতে পারলে না, দেবী!
লজ্জায় সত্যভামার চোখে জল এসে গেল। তিনি নির্বাক হয়ে শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিক জলভরা চোখে তাকিয়ে রইলেন। সখীরাও সজল নয়নে তাকিয়ে রইল।

সারাংশ

শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্বারকার রাজা। তাঁর এক স্ত্রীর নাম সত্যভামা। একদিন নারদ এসে সত্যভামাকে সত্যভামার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি যাতে আরও বৃদ্ধি পায়, তার জন্য তুলাব্রত করতে বললেন। সত্যভামা সানন্দে তুলাব্রত করতে রাজি হলেন। তিনি তুলাযন্ত্র স্থাপন করে তার পাল্লায় একদিকে শ্রীকৃষ্ণকে ডেকে এনে বসালেন। অন্যদিকে রাখলেন কিছু পরিমাণ ধনরত্ন। কিন্তু তার ওজন শ্রীকৃষ্ণের সমান হল না। তখন সত্যভামা নিজের, অন্য সখীদের এবং আরও ধনরত্ন সংগ্রহ করে এনে পাল্লায় চাপালেন। কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণের সমান ওজন হল না। লজ্জায় সত্যভামার চোখে জল এল। তিনি নির্বাক হয়ে জলভরা চোখে শ্রীকৃষ্ণের দিকে চেয়ে রইলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. সত্যভামা কে ছিলেন?
   ক. স্বর্গের দেবী — খ. অপ্সরা
   গ. শ্রীকৃষ্ণের এক স্ত্রী — ঘ. নারদের ভগ্নী

২. কে এসে সত্যভামাকে ব্রত করতে বলেছিলেন?
   ক. শিব — খ. ব্রহ্মা
   গ. অগ্নি — ঘ. নারদ

৩. নারদ সত্যভামাকে কি ব্রত করতে বলেছিলেন?
   ক. তুলাব্রত — খ. সত্যনারায়ণ ব্রত
   গ. মঙ্গলচণ্ডী ব্রত — ঘ. শিবরাত্রির ব্রত

৪. তুলাযন্ত্রের এক পাল্লায় শ্রীকৃষ্ণকে বসিয়ে অপর পাল্লায় কি রাখা হয়েছিল?
   ক. ফুল — খ. ফল
   গ. ধনরত্ন — ঘ. ধান

৫. শ্রীকৃষ্ণের সমপরিমাণ ধনরত্ন কিছুতেই হল না দেখে সত্যভামা কি করলেন?
   ক. রেখে চলে গেলেন
   খ. শ্রীকৃষ্ণের দিকে জলভরা চোখে তাকিয়ে রইলেন
   গ. সখীদের ওপর রাগ করলেন
   ঘ. নারদের কাছে পরামর্শ চাইলেন

পাঠ-৬ সত্যভামার তুলাব্রত - ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ‘সত্যভামার তুলাব্রত’ উপাখ্যানটির পাঠ - ৬ - এ প্রদত্ত অংশটুকু বলতে পারবেন।
- সত্যভামার তুলাব্রত উপাখ্যানটির শিক্ষা বুঝিয়ে বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

দেবর্ষি নারদের কথায় সত্যভামা অত্যন্ত লজ্জা পেলেন। তিনি লজ্জিত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে শ্রীকৃষ্ণের অপর স্ত্রী রুক্মিনীর কাছে গেলেন। রুক্মিনী দেবীর কৃষ্ণভক্তি ছিল অসাধারণ। তিনি হেসে সত্যভামাকে বললেন,

– আমার ধনরত্ন যা আছে নিয়ে যাও। দেখ তাতে কাজ হয় কি না।

সত্যভামা রুক্মিনী দেবীর কথায় আশ্বস্ত হয়ে তাঁর ধনরত্ন এনে তুলাযন্ত্রে চাপালেন। কিন্তু তাতেও কোন কাজ হল না। সত্যভামা যত ধনরত্ন এনে চাপান, শ্রীকৃষ্ণ ততই গুরুভার হয়ে থাকেন। সত্যভামা আবার রুক্মিনী দেবীর কাছে গেলেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন,

– তুমি একটা কিছু উপায় করে দাও।

রুক্মিনী দেবী তখন সত্যভামার সঙ্গে অঙ্গনে এলেন। এসে দেখেন, তুলাযন্ত্রের পাল্লার একদিকে বিশ্বপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। অন্যদিকে বিশাল ধনরত্নের স্তূপ।

রুক্মিনী তখন বললেন,

– ধনরত্ন সব দূরে রাখ। শ্রীকৃষ্ণের সমান কি কোন ধনরত্ন হতে পারে?

তখন সত্যভামা তুলাযন্ত্রের পাল্লা দেখে ধনরত্ন নামিয়ে ফেললেন। রুক্মিনী দেবী কয়েকটি তুলসী পাতায় শ্রীকৃষ্ণের নাম লিখে তুলসী পাতাগুলো সেই পাল্লায় রাখলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের পাল্লা লঘু হয়ে উপরে উঠে গেল, আর গুরুভার হয়ে রইল শ্রীকৃষ্ণের নাম লেখা তুলসী পাতাগুলো।

শ্রীকৃষ্ণ নামের কি অপূর্ব মাহাত্ম্য। সত্যভামা বুঝলেন, নামীর চেয়ে নাম মাহাত্ম্য অনেক বড়!

শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে তাঁর নামমাহাত্ম্যই প্রবল হল। ভক্তের জয় হল।

‘যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥’

সারাংশ

সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের অপর স্ত্রী ভক্তিমতী রুক্মিনী দেবীর কাছে গেলেন। রুক্মিনী দেবী এসে কয়েকটি তুলসী পাতায় শ্রীকৃষ্ণের নাম লিখে পাল্লায় রাখলেন। এতে শ্রীকৃষ্ণের পাল্লা লঘু হয়ে উপরে উঠে গেল, গুরুভার হয়ে নিচের দিকে নেমে রইল শ্রীকৃষ্ণ-নামাঙ্কিত তুলসী পাতার পাল্লা। সত্যভামা বুঝলেন, শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে তাঁর নামের মাহাত্ম্য বেশি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (ö) চিহ্ন দিন।

১. দেবর্ষি নারদের কথায় লজ্জা পেয়ে সত্যভামা কার কাছে গেলেন?
   ক. বাপের বাড়ি
   খ. প্রতিবেশীদের বাড়ি
   গ. শ্রীকৃষ্ণের অপর মহিষী রুক্মিনী দেবীর কাছে
   ঘ. দেবরাজ ইন্দ্রের স্ত্রী শচীদেবীর কাছে

২. রুক্মিনী দেবীর কাছ থেকে ধনরত্ন এনে তুলাযন্ত্রের পাল্লায় রাখার পর কি হয়েছিল?
   ক. সমগ্র ধনরত্ন শ্রীকৃষ্ণের সমান ওজনের হয়েছিল

খ. সমগ্র ধনরত্ন শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে ওজনে বেশি হয়েছিল
গ. শ্রীকৃষ্ণ পাল্লা থেকে নেমে পড়েছিলেন
ঘ. শ্রীকৃষ্ণের পাল্লা আরও গুরুভার হয়ে রয়েছিল

৩. ধনরত্নে কাজ না হওয়ায় সত্যভামা কার কাছে গিয়েছিলেন?
ক. গৌরী দেবীর কাছে
খ. ধনপতি কুবেরের কাছে
গ. রুক্মিনী দেবীর কাছে
ঘ. শচীদেবীর কাছে

৪. পাল্লায় কি দিলে তা ওজনে শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে বেশি হয়েছিল?
ক. আম ও কাঁঠাল পাতা
খ. বেলপাতা
গ. ভুর্জপত্র
ঘ. শ্রীকৃষ্ণ-নামাঙ্কিত তুলসী পাতা

৫. কার জয় হল?
ক. ভক্তের
খ. নারদের
গ. শ্রীকৃষ্ণের
ঘ. ধনরত্নের

রচনামূলক প্রশ্নমালা

১. 'মহিষাসুর বধ' শীর্ষক উপাখ্যানটি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
[পাঠ - ১ ও পাঠ - ২ মিলিয়ে লিখুন]

২. দেবী দুর্গার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন। [পাঠ - ১ থেকে লিখুন]

৩. দেবী দুর্গা ও মহিষাসুরের মধ্যেকার যুদ্ধের বর্ণনা দিন। [পাঠ - ২ থেকে লিখুন]

৪. দেবী দুর্গার স্তোত্রমূলক একটি শ্লোক উদ্ধৃত করুন এবং শ্লোকটির সরলার্থ লিখুন।
[পাঠ - ২ এর শেষ অংশ দেখুন]

৫. 'ভক্ত প্রহলাদ' নামক উপাখ্যানটি নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।
[পাঠ - ৩ ও পাঠ - ৪ মিলিয়ে লিখুন]

৬. প্রহলাদকে হিরণ্যকশিপু বধ করতে চেয়েছিলেন কেন? কি কি উপায়ে প্রহলাদকে বধ করার চেষ্টা করা হয়েছিল? কে প্রহলাদকে রক্ষা করেছেন? [পাঠ - ৩ দেখুন]

৭. 'সত্যভামার তুলাব্রত' উপাখ্যানটি নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।
[পাঠ-৫ ও পাঠ - ৬ মিলিয়ে লিখুন]

৮. তুলাব্রত কাকে বলে? ধনরত্নে যখন কুলাল না, তখন কোন বস্তু শ্রীকৃষ্ণের ওজনের চেয়ে বেশি হল? ঘটনাটি বিশদভাবে লিখুন। [পাঠ- ৫ ও পাঠ- ৬ থেকে লিখুন]

৯. **সংক্ষেপে উত্তর দিন :**

ক. ইন্দ্রসহ দেবতারা বিষ্ণুর কাছে গেলেন কেন? [পাঠ - ১ দেখুন]

খ. কিভাবে দেবী দুর্গার আবির্ভাব হল? [পাঠ - ১ দেখুন]

গ. দেবী দুর্গার সাথে মহিষাসুরের যুদ্ধের বর্ণনা দিন। [পাঠ - ২ দেখুন]

ঘ. হিরণ্যকশিপু কেন প্রহলাদের ওপর ক্রুদ্ধ হলেন? [পাঠ - ৩ দেখুন]

ঙ. কে এবং কিভাবে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছিলেন? [পাঠ - ৪ দেখুন]

চ. 'তুলাব্রত' কাকে বলে? [পাঠ - ৫ দেখুন]

ছ. কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের ওজনের সমান ওজন হয়েছিল? [পাঠ - ৬ দেখুন]

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ১৩.১

১. ক ; ২. গ ; ৩. খ ; ৪. ঘ ; ৫. ক ; ৬. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ১৩.২

১. গ ; ২. ক ; ৩. খ ; ৪. ক ; ৫. ঘ ; ৬. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ১৩.৩

১. খ ; ২. গ ; ৩. ঘ ; ৪. গ ; ৫. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ১৩.৪

১. খ ; ২. ক ; ৩. ঘ ; ৪. খ ; ৫. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ১৩.৫

১. গ ; ২. ঘ ; ৩. ক ; ৪. গ ; ৫. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ১৩.৬

১. গ ; ২. ঘ ; ৩. গ ; ৪. ঘ ; ৫. ক